শরীয়তপুরে বিদেশফেরত ১৬২ জন ‘হোম কোয়ারেন্টাইনে’

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিনা জানার জন্য ১৬২ জন প্রবাসীকে স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।
তাদের প্রত্যেককে ১৪দিন বাড়িতে একা একা বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়তপুর স্বাস্থ্য বিভাগ।

শুক্রবার শরীয়তপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. আবদুর রশিদ জানান, ‘করোনা রোগী শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিদেশফেরত ১৬২ জন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখা হবে। ’

তিনি জানান, কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া এসব প্রবাসীদের মধ্যে মরিশাস, কাতার, কুয়েত, জর্দান, ওমান, মালদ্বীপ, দ. আফ্রিকা, বাহরাইন, ফ্রান্স,ইতালী, সৌদি আরব, ব্রনাই, মালয়েশিয়া, দুবাই, গ্রীস, ও সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রী রয়েছে।

জানা গেছে, করোনা রোগী চিকিৎসার প্রস্তুতি হিসেবে শরিয়তপুরের বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাইভেট ক্লিনিকে আইসোলেশন রুম প্রস্তুতসহ র্যাপিড রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ইতোমধ্যে জেলার ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে একটি রুমে ৫টি সিট, শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ৫টি সিটসহ একটি করে রুমে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এছাড়া প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে ১টি আইসোলেশন রুম প্রস্তুত রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত শরিয়তপুরে কোনো করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি। করোনাভাইরাস থেকে সতর্ক থাকার জন্য পপলিন কাপড়ের তৈরি তিন লেয়ারের মাকস ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জনসচেতনার জন্য ইতিমধ্যে লিফলেট বিতরন করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

ফখরুল সাহেব, একটু পড়াশোনা করুন: হাছান মাহমুদ

করোনাভাইরাস নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে পড়াশোনা করতে বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

‘বিএনপি করোনাভাইরাস নিয়ে সরকারকে দোষারোপ করছে’- এমন মন্তব্যের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপির কাজ হচ্ছে সমালোচনা করা। বিএনপি করোনাভাইরাস নিয়ে জনগণের জন্য কি করছে? তারা শুধুমাত্র ভুল খুঁজে বেড়ানোর রাজনীতিটা করছে। আর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে বলব, এ ব্যাপারে একটু পড়াশোনা করুন। কারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্তকে সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ’

তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, ইটালি কারিগরি এবং মেডিকেল সায়েন্সের দিক দিয়ে অনেক বেশি উন্নত এবং সমৃদ্ধ। অর্থনৈতিক সক্ষমতাও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সব প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও তারা করোনাভাইরাস ঠেকাতে পারেনি। আমাদের সরকার সময়োচিত সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে ১০০টি দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে। মাত্র ৩ জন আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। আজকে এই বৈশ্বিক দুর্যোগের সময় রাজনৈতিক বাদানুবাদ না করে বরং সবাই একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা প্রয়োজন।’

তিনি বলেন, ‘দলের পোড় খাওয়া নেতাকর্মীরাই দলের নেতৃত্বে থাকবেন। আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল। সবাই এ দল করতে পারেন। সমর্থন করতে পারেন। কিন্তু সবাই এই দলের নেতৃত্বে আসতে পারেন না। নেতৃত্বে তারাই আসবেন, যারা দল এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অবিচল আস্থাশীল। যারা দলের সুসময় এবং দুঃসময় সব সময়ে দলের জন্য অবিচল কাজ করবেন।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে মুজিববর্ষের জনসমাগম সম্পৃক্ত কর্মসূচিগুলো স্থগিত করেছেন। তবে বাতিল করা হয়নি। আমরা কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস করতে যাচ্ছি।’

সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন, নাটোর জেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল কুদ্দুস এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি, দলের উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খানসহ নাটোর জেলার আওয়ামী লীগের নেতারা যোগ দেন।

সুত্র-যুগান্তর

এবার আলোচনায় খুলনার শ্রমিক লীগ নেত্রী সাদিয়া

সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের হোতা
* টাকার জোরে কেন্দ্র থেকে বাগিয়েছিলেন পদ
* স্বামী পলাতক, আয় নিয়ে সন্দেহ পুলিশের

শ্রমিক লীগ নেত্রী সাদিয়া আক্তার মুক্তা (৩২) এখন ‘টক অব দ্য খুলনা’। স্থানীয় আওয়ামী লীগকে পাত্তা না দিয়ে কেন্দ্র থেকে খুলনা মহানগর মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদটি বাগিয়ে নিয়েছিলেন। তবে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জুলাই তাকে বহিষ্কার করা হয়।

সম্প্রতি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি বিশেষ টিম বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকায় সাদিয়াকে গ্রেফতার করেছে। তার বাসা থেকে ১২ ভরি ৩ আনা চোরাই সোনা এবং সোনা বিক্রির ২ লাখ ৮২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সাদিয়া স্বর্ণ চোরাই সিন্ডিকেটের হোতা। গ্রেফতারে পর মঙ্গলবার তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। বৃস্পতিবার

(আজ) রিমান্ডের শুনানি হবে। ঢাকা ও নরসিংদীতে যুব মহিলা লীগ নেত্রী পাপিয়ার ‘পাপরাজ্যের’ নানা কাহিনী উদ্ঘাটনের সময় বেরিয়ে এল শ্রমিক লীগ নেত্রীর অপরাধ জগতে অবগাহনের খবর।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের নিশানবাড়িয়া এলাকার মৃত আলতাফ সরদার ও মৃত মোসাম্মদ ফরিদা বেগমের দ্বিতীয় কন্যা সাদিয়া। বাবা নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার পাশে মুদি দোকানের ব্যবসা করতেন।

দেড় যুগ আগে ঢাকার জুরাইন এলাকার ছেলে শুকুর আলীর সঙ্গে সাদিয়ার বিয়ে হয়। এ সময় শুকুর প্লট ও জমির ব্যবসা করতেন। সাদিয়া রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। তবে কয়েক বছর আগে কেন্দ্র থেকে খুলনা মহানগর মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদটি বাগিয়ে নেন তিনি।

পরবর্তী সময়ে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে সাদিয়াকে দেখা যায়।

তবে নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩১ জুলাই তাকে পদ থেকে বহিষ্কার করে যুগ্ম সম্পাদক জাহানারা বেগমকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পদ দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতার সঙ্গে সাদিয়ার সখ্য ছিল। এমনকি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকার মজিদ সরণিতে অবস্থিত ‘গুহা ইন খুলনা’ রেস্টুরেন্টের ব্যবসা রয়েছে সাদিয়া- শুকুর দম্পতির। এটি খুলনার একমাত্র মাটির নিচে থাকা রেস্টুরেন্ট।

মার্চের শুরুতেই সাদিয়া দম্পতি সর্বশেষ এ রেস্টুরেন্টে এসেছিলেন। তবে রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের ভাষায়- ম্যাডাম (সাদিয়া) আটকের কিছুদিন আগে থেকে মালিকপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার জিহাদ আল মামুনের।

তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুকুরের ভাই লিটনের মাধ্যমে তারা এ রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, কিছুদিন আগে র্যাব কর্মকর্তারাও রেস্টুরেন্টের মালিক সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এসেছিলেন।

এদিকে নগরীর হরিণটানা থানার রাসেল সড়কে এ দম্পতির বহুতল ভবন রয়েছে। বাড়ির সামনে ১টি এবং গ্যারেজে ৪টি মোটরসাইকেল দেখা যায়। যার বেশিরভাগের রেজিস্ট্রেশন নেই। ভবনের নিচতলার ১টি ফ্ল্যাটে সাদিয়ার বড় ভাই মানিক সরদার এবং অপরটিতে ভাড়াটিয়া রয়েছেন। পুরো বাড়ি সিসি ক্যামেরার আওতায়।

প্রতিবেদককে সাদিয়ার বড় ভাই মানিক বলেন, আমার বোন ষড়যন্ত্রের শিকার। সে কোনো ধরনের চোরাই স্বর্ণের সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে রাজনীতি করায় তার অনেক শক্র হয়েছে। এছাড়া শুকুর জমির ব্যবসা করার কারণেও শত্রু বেড়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে শুকুরের ৪ কাঠা জমি আছে, যা নিয়ে পার্শ্ববর্তী লোকজনের সঙ্গে ঝামেলা আছে।

তবে তিনি স্বীকার করেন যে, শুকুর কয়েকদিন ধরে আত্মগোপনে রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে সাদিয়ার স্বামী শুকুর আলীর ব্যবহৃত সেলফোনে একাধিকবার ফোন এবং খুদে বার্তা দিলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি।

জানতে চাইলে জাতীয় শ্রমিক লীগ মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রণজিত কুমার ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, সাদিয়া কেন্দ্র থেকে পদ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলাম। নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩১ জুলাই তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি (সাউথ) মোহাম্মদ এহসান শাহ বলেন, সাদিয়া সোনা চোরাই সিন্ডিকেটের মূল হোতা। তার বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় স্বর্ণালংকার চুরির মামলা আছে। পুলিশ চক্রটির সব সদস্যকে পাকড়াওয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। তার স্বামী শুকুর পলাতক। তার বিষয়েও খোঁজ নেয়া হচ্ছে। সাদিয়া দম্পতির সোর্স অব ইনকাম নিয়ে সন্দেহ আছে। এ চোরাই সিন্ডিকেটের সঙ্গে পুলিশ বা রাজনীতিবিদ কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাকে আটক দেখিয়ে আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাদিয়া দীর্ঘদিন চোরাই সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

সুত্র-যুগান্তর

পরিবার বা দলের কথায় খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না: ওবায়দুল কাদের

পরিবার বা দলের নেতাদের কথায় কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করা আবেদনের বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যদি চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার চিকিৎসার প্রয়োজনে কোনো সুপারিশ করেন, তবেই খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়া দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আছেন। যেহেতু মানবিক কারণ বা চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন আদালত একাধিকবার নাকচ করে দিয়েছেন, তাই পরিবারের আবেদনে বা মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার সুযোগ নেই।

দল ও পরিবারের কথায় খালেদা জিয়ার জামিন বা মুক্তির সুযোগ নেই মন্তব্য করে সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা প্রয়োজন এ কথা শুধু তার দলের নেতা ও পরিবারের লোকজন বলছেন। তার চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসকরা সে কথা বলছেন না। সুতরাং স্বভাবতই তার জামিন বা মুক্তির কোনো সুযোগ নেই।

সুত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড প্রস্তুত

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জেলার কোথাও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১০০ বেডের কোয়ারেন্টাইন ওযার্ড হিসেবে মেহেরপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫ বেডের আইসোলেশন কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা, নাসির উদ্দিন জানান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে ১০০ বেডের কোয়ারেন্টাইন হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তিন উপজেলার তিনটি হাসপাতালে ৫ বেডের আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে মাস্কসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ও আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।

মেপ্র/ইএম

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

এখতিয়ারে নয় আদালতে যেতে হবে: খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে নয়। তার মুক্তির জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হবে এবং আদালতে যেতে হবে।

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে হজ বুথ সেবা-২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ পাসপোর্ট ও বহির্গমন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দিন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের সচিব শহিদুজ্জামান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, ‘তার (খালেদা জিয়া) পরিবার থেকে একটা আবেদন করেছে। সেই আবেদন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাকে মুক্তি দিতে হলে আইনের আশ্রয় এবং আদালতে যেতে হবে।

আমরা আইন মন্ত্রণালয়ে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি মতামতের জন্য। তারাই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।’ আইন মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের বলেছে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, ‘দেখুন আইনের বাইরে তো আইনমন্ত্রী মহোদয় কিছু বলতে পারেন না। আবার আমরাও যেতে পারি না। আমরা যেখানে যা প্রয়োজন, তাই করছি।

তার আবেদনটা আমরা আইনি মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। আবারও বলছি, যা কিছু করতে হয়, এটা বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে, এর বাইরে কিছু হবে না।’

মুজিববর্ষের সার্বিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,

‘অনুষ্ঠান সম্পর্কে গতকাল গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির সঙ্গে বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক হয়েছে।

জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে। ওখানে আমাদের যা যা বলা হয়েছে তাই আমরা অনুসরণ করব। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কী কী করবে সব অনুষ্ঠানসূচি আপনাদের তারাই জানাবে।

এখানে আমাদের কিছু বলার নেই।’ তিনি আরও বলেন, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং এই দেশের জনগণ উন্মুখ হয়েছিল তারা এই মুজিববর্ষটা হৃদয় দিয়ে পালন করবে। যে ভাইরাসের কথা বলা হচ্ছে সেটা আমাদের জনগণকে আটকে রাখতে পারবে না।

জনগণ যে যার জায়গা থেকে মুজিববর্ষ পালন করবে। যে কোনো কিছুতে আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী সবসময় সজাগ থাকে। এই আনন্দের দিনে কেউ কোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা আমার মনে হয় করবে না বা সাহস করবে না।

সুত্র-যুগান্তর

কুষ্টিয়ায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মাস্ক বিক্রি হচ্ছে কয়েক গুণ বেশী দামে!

রবিবার দুপুরে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) বাংলাদেশে তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানানোর পর থেকে বিভিন্ন ঔষধের দোকানে মাস্ক বিক্রয় বেড়েছে।

এই সুযোগে দোকানিরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এক দিনের ব্যবধানে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বেশি দামে বিক্রি শুরু করেছে। যদিও এর আগে

থেকেই ৫ টাকার মাস্ক বিক্রয় শুরু হয়েছিল ২০টাকায়। আর সেই মাস্ক এখন কুষ্টিয়ায় ৪০/৭০ টাকা বিক্রয় করছে দোকানিরা। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় এ চিত্র।

এদিকে সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাস্ক পরতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে দ্বিধাবিভক্ত সাধারণ জনগণ গণহারে মাস্ক ব্যবহার করছে। তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং উপকারই হচ্ছে বলেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। কিন্তু এ সুযোগে মাস্ক ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দাম হাঁকিয়ে অনৈতিকভাবে মাস্ক বিক্রি করে চলেছেন। ফলে কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছেন ক্রেতারা।

এক্ষেত্রে সাধারণ মাস্কের চেয়ে জীবাণু প্রতিরোধক মাস্কের চাহিদা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। কুষ্টিয়া আর.এ.খান চৌধুরী রোড এলাকায় অবস্থিত সাফা ফার্মেসি মেডিক্যাল মাস্ক সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু এখন সেখানে মেডিক্যাল মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে এখন সিনথেটিক কাপড় ফাইবার দিয়ে তৈরি মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু ২৪ ঘন্টা পর পর দাম নিচ্ছে দ্বিগুণ। তাদের দাবি মাস্কগুলোর স্বল্পতার কারণে দাম কালকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

এছাড়া ফুটপাতে হকারদের কাছেও রয়েছে ব্যাপক চাহিদা ও বিক্রির চাপ। এছাড়া বিভিন্ন ওষুধের দোকানে মেডিকেটেড মাস্ক তো দূরের কথা সাধারণ মাস্কই পাওয়া যাচ্ছে না, আর যা পাওয়া যাচ্ছে তার দাম কোথাও দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ বলেন, সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে মাস্ক কেনার জন্য বাসার কাছে চৌড়হাস ওষুধের দোকানে খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। পরে একটা ওষুধের দোকানে সাধারণ ৫ টাকা দামের মাস্ক পেলাম কিন্তু দাম চাইলো ৩০ টাকা। না কিনে কুষ্টিয়া এনএস রোডের তমিজ উদ্দিন সুপার মার্কেটে মেডিকেটেড মাস্ক পেলাম যার মূল্য চাইলো ৫০ টাকা। এর আগে এই মাস্ক ২০ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এখন দামের এই বিশাল ফারাক। এখন সরকারসহ সবাই মাস্ক ব্যবহার করতে বলছে, আমরাও ব্যবহার না করেই বা কী করবো?

এদিকে করোনা ভাইরাস ৩০ শতাংশ হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায় উল্লেখ করে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. সেবরিনা ফ্লোরা বলেন, এ রোগ

৩০ শতাংশ মানুষ থেকে মানুষে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। তাই মাস্ক ব্যবহার করা ভালো।

মাস্ক ব্যবহারের বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, মাস্ক পরে অর্থ অপচয় করার দরকার নেই। এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা ধরা পড়লে মাস্ক পরলেই চলবে।

এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

মেপ্র/আরপি

পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন: নাসিম

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, নারীর ক্ষমতায়ন চাই। কিন্তু কোনো পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তায়নের যেন জন্ম না হয়। পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, আজ নারী দিবস এটি একটি বড় দিন আমাদের জন্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে জলে-স্থলে সব জায়গায় নারীরা কাজ করছেন। শেখ হাসিনা আছেন বলেই নারীদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছেন। মনে- প্রাণে নারীর ক্ষমতায়ন চাই। কিন্তু পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়নের যুগেও যখন শুনি নারী নির্যাতন হয়েছে তখন কষ্ট লাগে, দুঃখ লাগে। শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কেন একজন নারী নির্যাতন হবে? আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি বিচার আরও সংক্ষিপ্ত করতে হবে। দ্রুত বিচার করে এই পাশবিক নির্যাতন যারা করে তাদের দ্রুত বিচার আইনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিচারকার্য করেন প্রয়োজনে ফাঁসি দিন। দেশে সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন হয়েছে। বাংলাদেশে আজ প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার নারী, আমি চাই একজন রাষ্ট্রপতিও নারী হোক এই অপেক্ষায় আছি।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড. মুরাদ হাসান, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম, চিত্রনায়িকা মৌসুমী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অরুন সরকার রানা, চিত্রনায়িকা রঞ্জিতা কনা, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, চিত্রপরিচালক রফিকুল ইসলাম বুলবুল, নাট্যশিল্পী আরিফা সুলতানা দীপা, এমএ মিলন, কণ্ঠশিল্পী বৃষ্টি রানী সরকার, কণ্ঠশিল্পী করিম খানসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সুত্র-যুগান্তর

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ ছিলেন মানব ধর্মের পূজারিণী

–সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ জাতপাত বিশ্বাস করতেন না বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ।

তিনি বলেন, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ ছিলেন মানব ধর্মের পূজারিণী। তিনি জাতপাত বিশ্বাস করতেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল ধর্মের জন্য মিলিয়ে একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। যেটি মানবধর্মই পরম ধর্ম।

তিনি বলেন, ‘লালনের সাথে মানুষের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। লালন শাহর মতো মানুষকে বিশ্বের কাছে উচুঁ করে পৃথিবীর মধ্যে আরেকটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি।

গতকাল রবিবার রাত পৌনে ৯ টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ার লালন আখড়াবাড়িতে দোল পূর্ণিমার রাতে আনুষ্ঠানিভাবে স্মরণোৎসবের উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে, পশুপাখি, গাছপালা, প্রকৃতিকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। তবেই আজকে লালনের এই স্মরণোৎসবে আসা স্বার্থক হবে।’

দেশের মধ্যে একটি কালচার ইউনিভার্সিটি হতে পারে। এবং সেটি এই কুষ্টিয়ায় হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ। এসময় তিনি বলেন, বিশ্ববরেণ্য লালন সাইজি আমাদের ধন্য করেছেন। তিনি বিশ্বজয়ী পাঠশালা করেছেন সেখানে মানুষ ছাড়া আর অন্য সবকিছু গুরুত্বহীন। নিজেকে চেনো তাহলে অন্যকে চিনতে তোমার সহজ হবে লালনের এই মর্মবাণী সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতলেই কেবল দেখবেন মানুষ মানুষের আত্মার পরম হয়ে উঠেছে।

লালন গানের ভেতর দিয়ে তার আদর্শ ও বাণী গুরু শিষ্য পরম্পরা প্রকাশ করেছেন। আজ আমরা কুষ্টিয়াবাসী ধন্য লালন সাঁইজির মত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব এখানে এসে আমাদের আলোকিত করেছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল

ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, কুষ্টিয়া কোর্টের জিপি আখতারুজ্জামান মাসুম, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কুষ্টিয়ার ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওবায়দুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো: আসলাম হোসেন।

মূল মঞ্চে আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর আধ্যাত্মিক গানের আসর।

যেখানে দেশ বরেণ্য লালন শিল্পী ও লালন একাডেমির শিল্পীরা লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

মেপ্র/আরপি

করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের উপায়

চীনে নতুন করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাড়ছে আতঙ্ক। গত ডিসেম্বর থেকেই এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে চীনে। এটি অনেকটা সার্স ভাইরাসের মতো মানুষের মৃত্যু ডেকে আনছে।

ভাইরাসটি নিউমোনিয়া ধরনের অসুস্থতা সৃষ্টি করে এবং তারপর অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় সাড়া দেয় না। ভাইরাসটিতে সংক্রমণের লক্ষণ হচ্ছে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। এছাড়া জ্বর ও মাথাব্যথাও হতে পারে। এসব সমস্যা কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। দুর্বল ইমিউন সিস্টেমের মানুষ, বয়স্ক ও শিশুদের এই ভাইরাসে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের মতো শ্বাসনালীর সমস্যায়

আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বিপদ এ কারণে যে, এর নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বিশেরভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো আপনা আপনি চলে যায়। চিকিৎসকরা ব্যথা বা জ্বরের ওষুধ দিয়ে উপসর্গগুলো থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন। গরম পানিতে গোসল গলাব্যথা বা কাশি থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক হতে পারে।

এ সময় প্রচুর তরল পান করুন, বিশ্রাম নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান। রোগের উপসর্গগুলো যদি সাধারণ ঠান্ডার তুলনায় বেশি কিছু বলে মনে হয় তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

নতুন করোনা ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য কোনো ভ্যাকসিন নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। মার্স ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট নতুন করোনা ভাইরাসটির ভ্যাকসিন তৈরিতে কাজ করছে। কিন্তু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ভ্যাকসিন নিয়ে আসতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।
আপাতত প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বা এই ভাইরাস বহন করছেন তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা, সবসময় সাবান দিয়ে হাতে ধোয়া; অন্তত ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে।

সচেতন থাকাটাই মূল বিষয়। হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখুন। বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক ব্যবহার করুন। পোষা প্রাণি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। অনেক সময় এটি মানুষের জন্যও প্রাণঘাতী রোগের কারণ হতে পারে।

মেপ্র/আরপি